কালো টাকা সাদাকরণ ও সাদা টাকা গায়েবকরণ প্রক্রিয়া

ড. ফজলুল হক সৈকত

একটা সময় ছিল, যখন হঠাৎ করেই বিদ্যালয়ে গিয়ে হাজির হতেন ইনসপেক্টর সাহেব। তার রিপোর্টের ওপর নির্ভর করতো বিদ্যাপীঠের চাকুরিরতদের বেতন-ভাতা এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ অনুমোদন। তাই ইনসপেক্টরের আগমণ-আতঙ্কে স্কুলের শিক্ষকরা সবসময় সকর্ত থাকতেন। ফলে শিক্ষার পরিবেশ ও মান- দুটোই ভালো ছিল। সময় বদল হয়েছে। আজকাল স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা [বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ইনসপেকশন হয় না] পরিদর্শনে আসার আগে ইনসপেক্টর সাহেবগণ আগে থেকে জানান দিয়ে আসেন। আর সে সুবাদে সাদাকে কালো আর কালোকে সাদা বানানোর সুযোগ পেয়েছেন আয়োজক-উদ্যোক্তারা। বেড়েছে অনিয়ম-দুর্নীতি। এর বিপরীত চিত্রও রয়েছে বটে! একবার রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের এক কলেজ ইনসপেক্টর আচমকা হাজির হলেন একটি নতুন-প্রতিষ্ঠিত কলেজের অ্যাকাডেমিক অবস্থা দেখবার জন্য। তখন অধ্যক্ষসহ কলেজের ম্যানেজিং কমিটির তো নাস্তানাবুদ অবস্থা। তারা তড়িঘড়ি করে সব কিছু ম্যানেজ করার চেষ্টা করলেন বটে! কিন্তু ইনসপেক্টর সাহেবের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। তিনি নকল শিক্ষার্থী আর নকল শিক্ষকের সাজানো নাটক ধরে ফেললেন। তারপর সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে মিটিং করলেন। সবার সামনে বললেন- 'আমি জানি দেশের শিক্ষাপরিস্থিতির বাস্তব অবস্থা। তাই আমি কালো মেয়েকে রঙ করে সাদা বানানোর সময় আপনাদেরকে দিতে চাইনি। আমি কালোকে কালো এবং সাদাকে সাদা দেখতে চেয়েছি।' আজকাল বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনি আরেক অদ্ভুত নিয়ম চালু করেছে। তারা আগে থেকে প্রচারমাধ্যমে ঘোষণা করে যে, ওমুক দিন তমুক এলাকায় চিরুনি অভিযান চালিয়ে অপরাধী ও অস্ত্র কব্জা করবে। আমার মনে হয়, পাগল এবং মায়ের কোলের শিশুও বোঝে যে, এ রকম আজান দিলে আর যাই হোক ওই এলাকায় অপরাধী কিংবা অস্ত্র- কোনোটাই পাওয়া যাবে না।

ইনসপেকশন আর চিরুনি অভিযান সম্বন্ধে এই কথাগুলো বললাম সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে কালো টাকা সাদাকরণ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা সকলেই অবগত আছি যে, বছর কয়েকধরে বাংলাদেশ দুর্নীতির কবল ও অভিশাপ থেকে কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। যদিও রাজনীতির মঞ্চে কিংবা গোলটেবিল-টকশোতে এ বিষয়ে আমাদেও গলা বেশ সোচ্চার। বাস্তবত মাঠে-ঘাটে দুর্নীতি ও অপকর্মেও বিরুদ্ধে তেমন কোনো তৎপরতা চোখে পড়ে না। সরকারি সবধরনের অফিস-আদালতে অবৈধ টাকার লেনদেন এবং বড়ো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক দুর্নীতি এদেশে যেন ওপেনসিক্রেট ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুনীতি দমন কমিশন ইতোমধ্যেই একটি প্রায়-অপ্রয়োজনীয় কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। সরকারের অন্যান্য সংস্থা কিংবা অধিদপ্তর-পরিদপ্তরের সাথে প্রতিযোগিতায় ঠিক টিকে উঠতে পারছে না প্রতিষ্ঠানটি। কমিশনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছে বলেও মনে হয় না। কাজেই এই ধরনের অকেজো কমিশনের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সাম্প্রতিককালের কিছু ঘটনাচিত্রে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এবং বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এমনটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সরকারি ছত্রছায়ায়!

শেয়ারবাজারের বিরাট বিপর্যয় এবং সরকারের রিজার্ভ ফান্ড দুর্বল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কালো টাকাকে সাদাকরণের মিশনে নেমেছে। প্রজ্ঞাপন জারি করে, প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তারা সরকারের তহবিলে প্রবেশ করাতে চাইছে কালো টাকা। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ বলেছেন যে, কালো টাকা বিনিয়োগ করলে ওইসব টাকার উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে না এনবিআর। অবশ্য সরকার বা অন্য কোনো সংস্থা [যেমন দুদক বা মানবাধিকার সংস্থাসমূহ] এ বিষয়ে

প্রশ্ন তুললে রাজস্ব বোর্ডের কিছু করার নেই বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। সূত্রমতে, ১৯৮৪ সালের আয়কর আইনের আওতায় পুঁজিবাজারে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে। বিদ্যমান আইনে নির্ধারিত হারে আয়কর পরিশোধ করে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অপ্রদর্শিত টাকা বিনিয়োগ করতে পারে। কী অদ্ভুত অধ্যাদেশ! আর একখানা আইনও বটে!

সকলের চোখের সামনে শেয়ারবাজরে তৈরি ও মঞ্চস্থ হয়েছে একধরনের নাটক। হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়ে গেছে মাত্র কয়েকজন কুশীলবের চক্রান্তে। সরকার এবং গোয়েন্দা সংস্থা এসব ব্যাপারে প্রায় অজ্ঞাত অথবা অনিবার্য কারণে নীরব! অন্যদিকে অপ্রদর্শিত আয়ের উৎস গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে। শেয়ারবাজারে চলমান সংকট নিরসনে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরেও এ ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। শেয়ারবাজার বিকাশে এভাবে এনবিআর সহযোগিতা করছে বলেও দাবি করে আসছে। পাশাপাশি করমুক্ত বিদেশি টাকা বিনিয়োগের [প্রণোদনা] ঘোষণা দিয়েও না-কি রাজস্ব বোর্ড সরকারি তহবিলকে মোটাতাজাকরণের পদক্ষেপ নিয়েছে। যা-ই হোক না কেন, কালো টাকার শর্তহীন বিনিয়োগের সুযোগ সত্যিই সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অশনি সংকেত। রাষ্ট্র যদি কালো টাকাকে সাদা করে দেয়, তাহলে তো বলতে হবে রাষ্ট্রই আর্থিক দুর্নীতির সরাসরি মদদদাতা। এভাবে দেশের পুঁজিবাজারে অপ্রদির্শত টাকা বিনিয়োগের সুযোগের মধ্য দিয়ে পক্ষান্তরে অবৈধভাবে টাকা উপার্জনকে উৎসাহিতই করা হচ্ছে। সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি নির্মুলের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পদক্ষেপ বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে নিঃসন্দেহে। কতো আইন তো সংশোধন-পরিবর্তন হলো। সংবিধানও সংশোধন করা হয়েছে বহুবার। যে সরকার যখন ক্ষমতার চেয়ারে বসে, তখন সে-ই তার সুবিধেমতো সংবিধান ও আইন পরিবর্তন-পরিমার্জন কিংবা বাতিল ও প্রবর্তন করে চলেছে। জনগণকে কেবল নিরীহ ভোটার বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার এ ধরনের মানসিকতা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় অপরাধ বলে আমরা মনে করি। দেশের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়ে কখনও রাষ্ট্রের কল্যাণ করা যায় না। আর প্রণোদনা দিয়ে বিদেশি টাকা বিনিয়োগের কিংবা স্বদেশি অবৈধ টাকা সরল বিনিয়োগে প্রবেশ করানোর কৌশল অর্থনীতির জগতে কতোটা তাৎপর্যপুর্ণ, তা না বুঝেও বলা যায়- এ এক ধরনের অন্যায়। প্রকাশ্য অর্থনৈতিক সন্ত্রাস। রাষ্ট্রের সাথে, তার জনগণের সাথে এক ধরনের প্রতারণা।- যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

সমাজে গডফাদার বলে পরিচিত বা অভিহিত ব্যক্তি এবং ঋণখেলাপি অবৈধ উপায়ে টাকা উপার্জন করবে, আর সরকার বিনাপ্রশ্নে সে টাকা প্রকাশ্যে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেবে- তা কোনো সভ্য মানুষ মেনে নিতে পারে না। এমনটি করা হলে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে। অনিরাপদ হয়ে পড়বে নাগরিকের জীবন। আমরা জানি, রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার জনগণের মাল-জানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তা করতে ব্যর্থ হওে তাদের সরে দাঁড়াবার পথও খোলা রয়েছে। অন্যদিকে জোর কওে ক্ষমতায় বসে থাকতে চাইলে সৃষ্টি হতে পারে প্রতিবাদ-আন্দোলন। সরকার কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের দেশবিরোধী বা জনগণের স্বার্থবিরোধী কর্মকাÐের প্রতিবাদ জানাতে পারে মিডিয়া, সচেতন নাগরিক ও কল্যাণমুলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। খুব সহজভাবে বলা চলে, এনবিআরের কালো টাকা সাদাকরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও তৈরি হতে পারে জনমতগঠন কিংবা গণবিদ্রোহ ও প্রতিবাদ। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু আপাতত আমাদের আবেদন থাকবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যেন সন্ত্রাসের দিকে, অপরাধীর অভয়ারণ্য তৈরির অভিমুখে দেশকে ঠেলে না দেয়।

ড. ফজলুল হক সৈকত, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কবি-কথানির্মাতা-প্রাবন্ধিক; রেডিও সংবাদ পাঠক।
ই-মেইল: snue90@yahoo.com, fsaikat26@gmail.com, ফোন: ০১৮২৪৫১৬০৮৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন